

ছোটোদের উপযোগী
কুরআনে বর্ণিত দুআসমূহ

রক্বানা

সংকলন ও সম্পাদনা

গার্ডিয়ান টিম

গার্ডিয়ান

দুআর ফজিলত

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই মহান রবের কাছে দু-হাত তুলে দুআ করো। বাবা-মা তোমাদের অবশ্যই শিখিয়েছেন, কোনো বিপদে পড়লে রবের কাছে দুআ করতে হয়। কিন্তু তোমরা কি জানো দুআ মানে কী?

তাহলে শোনো বলি, দুআ অর্থ ডাকা। একান্তে আল্লাহর কাছে মনের আর্জি পেশ করা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নেওয়া। আরেকটু সহজ করে বলে দিচ্ছি—দুআকে আমরা আল্লাহর সাথে বান্দার একান্ত আলাপ বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

আমরা তো অনেকভাবেই মহান রবের ইবাদত করি, তাই না? আর দুআও কিন্তু একটি ইবাদত। কারণ, দুআর মাধ্যমে আল্লাহর সামনে বান্দার প্রকৃত দাসত্ব ফুটে ওঠে। আল্লাহর কাছে নিজের দীনতা, হীনতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। নিজের শক্তি, ক্ষমতা ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়। এ কারণেই দুআকে বলা হয়েছে ইবাদতের মূল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। তোমাদের দুআ কবুল করব। আর যারা অহংকার করে আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অবশ্যই তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।’ সূরা মুমিনুন : ৬০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আমার বান্দারা আমাকে নিয়ে তোমার কাছে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, আমি তো কাছেই আছি। তারা যখন আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই।’
সূরা বাকারা : ১৮৬

এ বিশ্বজগতের সবকিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কেবল আল্লাহ তায়ালাই অমুখাপেক্ষী। আমাদের জীবনে যত কষ্ট, বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত আসে, তা কেবল তিনিই দূর করতে পারেন।

এ কারণেই বিনয়ভরে আল্লাহর কাছে অসহায়ের মতো দুআ করতে হয়। এর মাধ্যমে বান্দার একদিকে যেমন অহংকার দূর হয়, অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় তার সম্মান ও মর্যাদা।

বন্ধুরা, আল্লাহর কাছে হাত পাতা লজ্জার কিছু নয়; বরং মর্যাদার বিষয়। আল্লাহর কাছে হাত পেতে কিছু চাইলে তিনি কখনোই খালি হাতে ফেরান না। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ। বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত পাতে, তখন তিনি শূন্য হাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।’ সুনানে আবু দাউদ : ২/৭৮

দুআ করলে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়। একজন মুমিন ব্যক্তি কখনো দুআবিমুখ হতে পারে না। কারণ, দুআবিমুখ ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যত বেশি দুআ করে, আল্লাহ তার ওপর তত বেশি খুশি হন।

আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে সব সময় দুআ করতেন। সুখে-দুঃখে কখনোই তিনি দুআ করা বাদ দিতেন না।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘যে ব্যক্তি চায় বিপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তার দুআ কবুল করুন, তাহলে সে যেন সুখের সময় বেশি বেশি দুআ করে।’ জামে তিরমিজি : ৩৩৮২

এ কারণে দুঃখের সময় মুমিন বান্দারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। আর সুখের সময় কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর কাছে নত হয়।

তোমরা কোনো ঘরে ঢুকতে গেলে কী করো? নিশ্চয়ই সেই ঘরের দরজা ব্যবহার করো। কারণ, ঘরে প্রবেশের সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো দরজা। দুআ কিন্তু একটি দরজার মতো। সেই দরজা দিয়ে বান্দা আল্লাহর রহমতের অফুরন্ত ভান্ডারে প্রবেশ করতে পারে। দুআ রোগের আরোগ্য, শত্রুর মোকাবিলায় অস্ত্র, বিপদ দূর করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতে দেখা যায়, সবকিছুতেই দুআ ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন।

দুআ আল্লাহর কাছে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।’ জামে তিরমিজি : ৩৩৭০

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—‘দুআর কল্যাণ সর্বব্যাপী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা দুআকে আঁকড়ে ধরো।’ জামে তিরমিজি : ৩৮৯৩

দুআ কবুল হওয়ার আনন্দই আলাদা, তাই না? কিন্তু দুআ কবুলের জন্য কী করতে হবে?

উত্তর হলো—চোখের পানি ফেলে তাওবা করতে হবে। তাসবিহ ও দরুদ পাঠের মাধ্যমে সঠিক সময়ে দুআ করলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন। দুআ কবুল হওয়ার সঠিক সময় ও স্থান সম্পর্কে তোমরা কি কিছু জানো? এগুলো জেনে রাখা জরুরি। তাহলে দুআ কবুলের উল্লেখযোগ্য কিছু সময় জেনে নাও—

০১. শেষ রাতে
০২. আজানের সময়
০৩. আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়
০৪. নামাজের সময়
০৫. সিজদার সময়
০৬. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময়
০৭. নামাজ শেষে
০৮. শুক্রবারে সূর্যাস্তের সময়
০৯. রাতে ঘুম ভাঙলে
১০. অজু করার পর
১১. জমজমের পানি পানের আগে
১২. রমজান মাসে
১৩. কদরের রাতে
১৪. কাবাকে প্রথম দেখার সময়
১৫. সাফা-মারওয়া পাহাড়ে
১৬. আরাফার দিনে
১৭. জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন

১৮. রোগী দেখার সময়
১৯. বৃষ্টির সময়
২০. জোহরের পূর্ব মুহূর্তে
২১. সংকটময় পরিস্থিতিতে
২২. যেকোনো বিপদের সময়।

আবার দুআ কবুলের কিছু আদব রয়েছে। এই আদবগুলো তোমাদের জেনে ও শিখে রাখা দরকার। এর কারণ কী বলো তো? কারণ হলো—এ বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হলে দুআ কবুলের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. শুধু আল্লাহর কাছে দুআ করা
২. আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও কাছে দুআ না করা
৩. দুআর সময় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা
৪. ভালো কিছু প্রার্থনা করা
৫. ভালো উদ্দেশ্যে দুআ করা
৬. দুআয় মনোযোগ দেওয়া
৭. দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা
৮. নবিজির ওপর দরুদ পাঠ করা
৯. দুআয় কাকুতি-মিনতি করা
১০. আল্লাহর গুণবাচক নাম ধরে দুআ করা
১১. দু-হাত তুলে দুআ করা
১২. নিজের পাপ স্বীকার করা
১৩. দুআ কবুলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়া

১৪. দুআ শেষে আমিন বলা

১৫. আশা ও ভয়ের সাথে দুআ করা।

সবশেষে তোমাদেরকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর একটি উক্তি বলছি। তিনি বলেছেন—‘বান্দার প্রত্যেক দুআই কবুল করা হয়। কখনো বান্দাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দেওয়া হয়। কখনো তার বদলে অন্য কিছু দেওয়া হয়। আর কখনো তার দুআকে আখিরাতের জন্য রেখে দেওয়া হয়।’ *ফাতহুল বারি*

তাই আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের বেশি বেশি দুআ করার তাওফিক দান করেন, আমিন!

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি
এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

চলো শুরু করি—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Our Lord, accept (this) from
us. Indeed, you are the
hearing, the knowing.

‘হে আমাদের রব, আমাদের কবুল
করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব শুনতে পান,
সবার মনের কথা জানতে পারেন।’

সূরা বাকারা : ১২৭

প্রেক্ষাপট

দুআয় আমরা প্রায়ই ‘রব’ শব্দ ব্যবহার করি, তাই না? এই রব শব্দের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)। রব্বানা শব্দের অর্থ আমাদের রব। আর রব্বি অর্থ আমার রব। মহান আল্লাহকে রব্বানা বা রব্বি বলে ডাকলে তিনি অনেক খুশি হন। ফলে তাঁর রহমত, দয়া ও করুণা পাওয়া সহজ হয়।

ইবরাহিম (আ.)-এর বড়ো ছেলের নাম ছিল ইসমাইল (আ.)। একদিন তিনি ছোট্ট ইসমাইলকে বললেন—‘শোনো ইসমাইল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে সেই কাজে সাহায্য করবে?’ জবাবে ইসমাইল (আ.) বললেন—‘হ্যাঁ, অবশ্যই করব।’

ইবরাহিম (আ.) বললেন—‘ওই যে উঁচু জায়গাটা দেখছ, ওখানে আল্লাহ একটি ঘর বানাতে বলেছেন। চলো শুরু করি।’

তারপর পিতা-পুত্র মিলে সেখানে ঘর বানাতে শুরু করলেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে এই দুআটি করলেন।

তোমরা কি জানো, সেই ঘরটির নাম কী? সে ঘরটি হলো পৃথিবীর প্রথম ঘর—পবিত্র কাবা শরিফ। এই ঘরকে বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরও বলা হয়।

সহিহ বুখারি : ৩৬৬৪

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Our Lord, make us Muslims (in submission) to You and from our descendants a Muslim nation (in submission) to You. And show us our rites and accept our repentance. Indeed, You are the accepting of repentance, the Merciful.

‘হে রব, আমাদেরকে আপনার একান্ত অনুগত করে
নিন। আমাদের বংশধর থেকে যেন আপনার
অনুগত জাতি তৈরি হয়। আমাদের শিখিয়ে
দিন—কীভাবে হজ করতে হয়। আমাদের তাওবা
কবুল করে নিন। আপনি তো পরম দয়ালু ও
তাওবা কবুলকারী।’

সূরা বাকারা : ১২৮



প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নির্দেশমতো কাবাঘর বানালেন ইবরাহিম (আ.)। এবার হজ করার পালা। কিন্তু কীভাবে হজ করতে হবে, আর হজের বিধিবিধান কী হবে—কিছুই জানেন না ইবরাহিম (আ.)। তাই আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে দু-হাত তুলে ওপরের দুআটি করলেন, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে হজের সব বিধিবিধান শিখিয়ে দেন।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Our Lord, give us in this world (that which is) good and in the hereafter (that which is) good and protect us from the punishment of the fire.

‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের
দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান
করুন। আর জাহান্নামের আজাব
থেকে রক্ষা করুন।’

সূরা বাকারা : ২০১

প্রেক্ষাপট

নবিজি একদিন এক অসুস্থ লোককে দেখতে বের হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন, অসুস্থ লোকটি একদম ছোট হয়ে গেছে। তার অবস্থা দেখে নবিজির মায়া হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—‘অসুস্থ হলে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়, তাহলে তিনি সুস্থ করে দেন। তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো দুআ করেছ?’

জবাবে অসুস্থ লোকটি বলল—‘জি, আমি দুআ করেছি।’ নবিজি আবার জানতে চাইলেন—‘কী দুআ করেছ?’ লোকটি এবার বলল—‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আখিরাতে যে শান্তি দেবেন, তা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন।’

এ কথা শুনে নবিজি লোকটির দিকে আরও মায়ার দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন—‘তুমি হয়তো জানতে না, আখিরাতের শান্তি সহ্য করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই। এজন্য তোমার আজ এ অবস্থা।’

এরপর নবিজি তাকে এই দুআটি শিখিয়ে দিলেন। বললেন—‘এই দুআটি নিয়মিত পড়লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে দেবেন।’

নবিজির কথা মতো লোকটি এই দুআ নিয়মিত পড়া শুরু করল। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে গেল।

এই ঘটনাটি আমাদের বলেছেন নবিজির প্রিয় সাহাবি আনাস ইবনে মালেক (রা.)।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

Our Lord, pour upon us
patience, plant firmly our feet
and give us victory over the
disbelieving people.

‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের
ধৈর্যশক্তি দান করুন, আমাদের পা
জোড়া আরও শক্তিশালী করুন। আর
কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়
দান করুন।’

সূরা বাকারা : ২৫০